রম্য রচনা

আক্কেল গুরুম

মামুন রিয়াজী

শোনেন শোনেন ভাইসবেরা
শোনেন বলি ঘটনা আলু, খালু
জনম লইয়া সুখ পাইলো না ..... ।

আলু আর খালুর দেশ আমার বাংলাদেশ। যুদ্ধ, ধ্বংস, লাশের দুর্গন্ধ, পচন এক পশলা বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়া ৩৭ বছরের ইতিহাস। সত্য, মিথ্যা যাচাই করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কের বাইরে। বিচারকরা বুঝি এখন পলাতক, গুগল ওয়েবসাইটে গিয়েও এদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কোথায় পাবো ন্যায় বিচারক ? সারা পৃথিবীটা যেন ক্লান্ত অথবা ধ্বংসে লিপ্ত। জ্বলছে আগুন এক প্রান্ত থেকে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। জলাশয়, বিশাল সমুদ্রগুলো গতিবিহীন, উত্তাল ঢেউয়ের ছন্দ অসহায়। হঠাৎ করে জ্বলে উঠবে বলে আগুনের লাভাগুলো জমাট হয়ে রয়েছে। একদিন হঠাৎ করে বুঝি ভলকানো লাভা ছিটকে পড়বে অসত্যের রাজপ্রাসাদে।

- ছিঃ - ছিঃ - ছিঃ হচ্ছেটা যে কি ?

সম্প্রতি আমার সোনার বাংলার ঝিনাইদহের এক গ্রামের নব দম্পতি সুখের সোনার হরিণের এক স্বপ্ন দেখলেন। হঠাৎ করে এক আদম ব্যাপারী এসে দুজনকে বললেন, দেখো বাবা, সম্প্রতি তোমাদের বিয়ে হয়েছে। বেশ ভালো কথা, যা যৌতুক পেয়েছো সেটাও মন্দ না কিন্তু কতদিন আর বসে বসে এই টাকাগুলো ভক্ষণ করবে। বসে খেলে রাজার ভান্ডারও শেষ হয়ে যায়। তোমাদের সুখের জন্যে একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। দুজন নব দম্পতি খু-উব মনোযোগ দিয়ে এই আদম ব্যাপারীর কথাগুলো শ্রবণ করছিলেন।

- জি বলুন কি করতে হবে।
-- সৌদি আরব। নামতো শুনেছো এ দেশের ?
- জি, জি। নব দম্পতি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।
-- খুউব ভালো দেশ। উঁচু উঁচু বিল্ডিং, রাস্তাঘাট বড় বড়, কাদা মাটির পচনের গন্ধ নাই। মানুষগুলো আহা যেন স্বর্গ থেকে আসা, কি মধুর ব্যবহার, আরব ভাইরা . . . . তোমাদের বলতে গিয়ে আমাকেই আর সামলাতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমিই চলে যাই, এই অভাগা দেশে থেকে কি লাভ ?
- আমাদের কি ভাগ্যে এমন দেশ দেখার সুযোগ হবে খালু ?
-- শোন আলু, তোমরা আত্মীয় না হলেও তোমাদের বড়ই মোহাব্বত করি। একটা কাজ করো, আমি সব ব্যবস্থা করবো।
নব দম্পতি দুজন দুজনার দিকে তাকালো। খুশীর হাসির লক্ষণ দেখতে পেলেন আদম ব্যাপারী খালু।
- মাত্র এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকা জোগাড় করতে হবে।
-- এতগুলো টাকা ?
- কেনো, তুমি যা যৌতুক পেয়েছো তা দিয়ে এবং তোমার স্ত্রীর গহনা বিক্রী করলেইতো স্বপ্নের দেশে পাড়ি দিতে পারবা।
-- দেশ ছেড়ে যাবো ?
- কি ? এইডা একটা দেশ হলো, চরের দেশ। বিচার নাই, মানুষ না খেয়ে মরে, শালার কপাল।
-- কি করতে হবে খালু।
- শোন, বৌমারে আগে পাঠাই। ও গিয়ে ওখানে নামে মাত্র কিং সাহেবের বাসায় ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করবে, ঠিক দুই মাসের পরে তুই চলে যাবি। হাজার হাজার টাকা ইনকাম। আহ্ - আহারে কত টাকা ওখানে।
-- আলু কথা শুনে নববধূকে বললো, শোনো ভেতরে গিয়ে লেবু আর গুড়ের শরবত বানায়ে নিয়ে আসো। খালু প্রাণভরে শরবত পান করলেন। কিছুক্ষণ পরে উচ্চস্বরে ঢেকুর তুললেন .. আলহামদুলিল্লাহ-।

আলু টাকা জোগাড় করে ঢাকা বনানীতে দেখা করলেন। স্ত্রীকে আদম ব্যাপারীর হাতে তুলে দিলেন সুখে থাকবে বলে। পাঁচদিন বনানীতে কোন এক বাড়িতে এই আদম (খালু) ব্যাপারীসহ উচ্চপদস্থ ধনী মানুষের ভোগের সামগ্রী হয়েছিলেন আলুর বৌ। আদম ব্যাপারীর কথা সত্য, ঠিকই এই বধূকে আরবের মাটিতে পাঠিয়েছিলেন, সেখানেও কিং নামের মানুষগুলো তার ইজ্জত লুটেছে, কুড়ে কুড়ে খেয়েছে তার পবিত্র দেহ। লজ্জা, বাঁচার তাগিদে কোন এক সৎ মানুষের প্রচেষ্টায় আলুর বৌ জীবন নিয়ে ফিরে এসেছে।

- ছিঃ - ছিঃ - ছিঃ হচ্ছেটা যে কি ?

গুগল সার্চে গিয়ে বিচারককে খুঁজেছি। পাওয়া যাচ্ছে না। বিচারকের কোন ওয়েবসাইট নেই সোনার বাংলায়। এই নব দম্পতিটির পাপটি কোথায় ? সহজ, সরলভাবে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু একি সুখ ?

৩৭ বছর আগের দেশ ছিলো পাকিস্তান। ছোটবেলায় পাঠ্যপুস্তকে মাথা নেড়ে নেড়ে মুখস্ত করতাম, আমাদের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। আমাদের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। এই বাপ এমন ছিলো বাপের অন্যান্য শরীকরা আমাদের বংশের সবার পাছার উপর লাথিপিটা করতো। হঠাৎ করে বাপের লোকজনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সম্পর্ক নিয়ে ভাগাভাগি করলাম, এই বাপরে ডিভোর্স করলাম। নতুন বাপ পেলাম।
- বই পুস্তক নতুন করে ছাপা হলো, টাকা পয়সায় নতুন বাপের ছবি এলো।
- বই পড়ে মুখস্ত করলাম আবার আমাদের জাতির পিতা শেখ মুজিবর রহমান। আমাদের জাতির পিতা মুজিবর রহমান। পুনরায় মুখস্ত করা শুরু করলাম। প্রায় মুখস্ত শেষ পর্যায় এমন সময় শুনি আমার দ্বিতীয় বাপরে মারি ফেলেছে, এ বাপ খারাপ। বাপের ফটক খুলে ফেলতে হলো সারা দেশের সরকারী অফিস থেকে। ভাবলাম এবার আবার কোন বাপ বা আসে ? তাঁর নাম আবার মুখস্ত করতে হবে। দেয়ালে তাকিয়ে দেখি এ আবার অন্যজন। জেনারেল সাহেবের ছবি নাম তার জিয়াউর রহমান। পড়শীকে জিজ্ঞেস করলাম, এবার বুঝি ভালো বাপ পেলাম মা সহ দুই ভাই। এই জেনারেল বাপ না ভাই ? না ভাই না বাপ ? মুখস্ত করার জন্যে পুস্তক খুলতে খুলতেই তিনি ফটাস। শুরু হলো অভিভাবকহীন জীবন আমার। বাপ নাই, মা নাই এতিম হয়ে গেলাম। আমাদের দ্বিতীয় বাপের মেয়ে আছে, নাম তার হাসিনা শুনে খুশী হলাম। আবার একজন বললো চিন্তা করিস না বাপ না ভাই ?
ভাই না বাপ ঐ মানুষের স্ত্রীসহ দুই সন্তান আছে, ভাগ্য খুলবে দেখিস ?
শুনে খুশী হলাম। যাক এবার সুখে থাকবো। ঐ দ্বিতীয় বাপের বিটির সাথে এই মায়ের মন কষাকষি। কোনমতেই মতের মিল হয় না। চুল ছেঁড়াছেড়ি, পারেতো ঝাঁটপিটা করে 'একে অপরকে', জাতীয় দিবসে সৈনিক ভাইদের আমন্ত্রণে দুজনাই ছিলেন অতিথি। ওরে বাবা, দুজন দুজনকে যেনো চেনেই না। পরিশেষে দু'জন দুই মাথায় চেয়ার দখল করে বসে রইলেন। তা আবার টিভির পর্দায় দেখা গেলো, বেক্কলের মতো মুখে হাত দিয়ে বসে দেখলাম।

আমাদের জাতির পিতার মেয়ে একদিন ক্ষমতায় এলেন, দীর্ঘদিন রাজত্ব করলেন। ক্ষমতায় থাকাকালীন তাঁর নিজের পিতার বিচার করতে পারেন নি। কেন ? এ প্রশ্নের আজও কোন উত্তর নেই। এমন কি দেশদ্রোহী রাজাকার তার সঙ্গে বহাল তবিয়তে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের কোন বিচার করেন নি তখন। কেন ?
দেশদ্রোহীদের নিয়ে জেনারেল ভাইয়ের স্ত্রী ম্যাডাম (ম্যাডাম বলতে হবে নচেৎ অপরাধ) ক্ষমতায় এলেন। রাজত্ব দখল করলেন। দুই ছেলেকে দিয়ে প্রচুর টাকার বালিশ বানালেন (দুদকের ভাষ্য অনুযায়ী)।

- ছিঃ - ছিঃ - ছিঃ হচ্ছেটা যে কি ?

লুটেরার দেশ লুট হয়ে গেলো। পরিবর্তন এলো দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। তত্ত্বাবধায়ক নামে সরকার এলেন। খুশী হলাম আমরা দেশবাসী। চোরের দলদের ধরা শুরু হলো। রক্ষা নেই এবার। অসৎ ব্যক্তিদের পালানোর রাস্তা বন্ধ। দেশের প্রধান ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দুই নেত্রী জেলে। শুধু তাই নয়, তাদের আত্মীয়-স্বজন, ছেলে, বউ-বাচ্চাসহ ধরা শুরু হলো। হাফ ছাড়লো শান্তিকামী মানুষ। খুশী হলাম জামাতের নিজামী সাহেবকেও ক্ষমা করেনি শুনে, জেলের ভাত খেতে দেখে। জেলের মধ্যে মরা শুরু হলো তবুও রক্ষা নেই। শুরু হলো দড়ি টানাটানির প্রতিযোগিতা। একদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অপরদিকে জেলের ভেতরের অবস্থানকারী নেতা-নেত্রীদের। যখন টিভিতে দেখলাম শেখ হাসিনাকে ধরার জন্য র‍্যাবসহ পুলিশ বাহিনীরা কিযে অসম্মানজনকভাবে তাকে প্রিজন ভ্যানে তুললেন তা বলতেই হবে অমানবিক। খালেদা জিয়াকে ধরার আগে কত নাটক দুই ছেলেকে নিয়ে, সব কিছুই হলো। বন্দী হলেন ম্যাডাম, বন্দী হলেন তার দুই সন্তান।

- ছি ঃ - ছিঃ - ছিঃ হচ্ছোটা যে কি ?

কানে ব্যাথা, চোখে ব্যাথা চিকিৎসা নাই। হায়রে হায় মরে যায় হাসিনা তাই। তিনি এখন জেলের বাইরে দুই মাসের ভ্যাকেশনে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা দাওয়াত খেয়ে বেড়াচ্ছেন। গ্যাটকো দুর্নীতি মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে নাড়ায়ে তকবির বলে চাচা নিজামী মুক্তি পেলেন। বিএনপি নেতা সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী ও নাসিরউদ্দীন পিন্টু এবং ব্যবসায়ী এম এ হাশেম জামিনে মুক্ত।

- ছিঃ - ছিঃ - ছিঃ হচ্ছেটা যে কি ?

খালেদা, নিজামী সংশ্লিষ্টসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলা পরিচালনা প্রশ্নে সরকারের সঙ্গে বিরোধ চলছিলো। নাটকীয়ভাবে পদত্যাগ করলেন এটর্নী জেনারেল ব্যারিস্টার ফিদা এম কামাল।
কেন ? কেন ? এবং কেন ?

-ছিঃ - ছিঃ - ছিঃ হচ্ছেটা যে কি ?

লাব্বায়েক

হাসান মাহমুদ

হজ্বের সময় এসে গেছে, হাজারী ছোটাছুটি করে যোগাড়যন্ত্র করছে কিন্তু স্বামী কিছুই করছে না। বৌয়ের বাবাও হজ্ব করছে, সে জানে হজ্বে যেতে হলে কতো জায়গায় কতো ছোটাছুটি করতে হয়। জিজ্ঞেস করলেই স্বামী বলে, "হচ্ছে, হবে, চিন্তা কোরনা। এ বছর যদি একজনের হজ্বও কবুল হয় তো আমাদেরই হবে ইনশাআল্লাহ। আমারটা আমি করছি, তুমি তোমারটা গুছিয়ে নাও, শেষে এটা ওটার জন্য দেরী না হয়"। বৌ ভাবে এটা ওটা গোছায় কিন্তু মনে গেঁথেই থাকে সন্দেহটা। রওনা হবার দিন বাড়ির গাড়ীতে পেছনের সীটে বসলো দু'জন। গাড়ি চলা শুরু করলে সে স্বামীর কানে কানে জিজ্ঞেস করে, "আমরা কোথায় যাচ্ছি গো ?"
"কোথায় আবার হজ্বে যাচ্ছি"। একটু পরে বৌ আবারো বললো, "বাবার কাছ থেকে এক লাখ টাকা বেশী নিলে কেন?"
গাড়ি এসে দাঁড়ালো বাস স্টেশনে। বৌ বললো, "এ তো বাস স্টেশন! বাসে করে হজ্বে যাচ্ছি ?"
"হ্যাঁ। এবারে তোমাকে নিয়ে উড়াল দেব। তারপর আল্লা-রাসুলের সামনে দাঁড়াব দু'জনে"।
"আমরা হজ্বে যাচ্ছি না। বাসে করে কেউ হজ্বে যায় না"।
"হজ্বেই যাচ্ছি। ওখানে গিয়ে বলবে লাব্বায়েক। অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি ডেকেছো, এই যে আমি হাজির হয়েছি"।

হঠাৎ স্বামীকে মনে হলো অচেনা। তার বুকে ঝড় শুরু হয়েছে তা তার চোখ দেখলে বোঝা যায়। তার সদা দুরন্ত কৌতুকময় চোখ দু'টো এখন যেন ফ্রেমে বাঁধা ঝড়ের ছবি। বাস চলা শুরু করলে বৌ বললো,
"কোথায় যাচ্ছি আমরা ?"
"রংপুর"।
"রং-পু-র" ? আঁৎকে উঠলো বৌ, রংপুর কেন ? ওখানেতো আমাদের কেউ নেই" ?

স্বামী শক্ত করে চেপে ধরলো বৌয়ের হাত। গভীর নিঃশ্বাসে শুধু বললো, "আমার হাত ধরে থাকো"। এবার বৌয়ের হাতও আঁকড়ে ধরলো স্বামীর হাত। বুঝলো কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে যা আগে কখনো ঘটেনি। স্বামী হাতের ব্যাগ খুলে বের করলো মাসখানেক আগের কিছু পুরনো খবরের কাগজ। আড়চোখে দেখলো স্বামী কাগজগুলো একটা একটা করে খুলে পড়ছে। সেই সাথে শক্ত দৃঢ় হয়ে আসছে তার চিবুক, ঠোঁটে শক্ত হয়ে চেপে বসছে ঠোঁট আর ঘন হয়ে আসছে তার নিঃশ্বাস।

দুপুরে রংপুরের বাস থেকে নেমে ঘটঘটে বেবী ট্যাক্সীতে দূর গ্রামের কাছাকাছি আসতেই কানে এলো জনতার হৈ হৈ। বৌ দেখলো, চাল-ডাল-আলু-পেঁয়াজ ভর্তি তিনটি ট্রাকের ওপর থেকে তরুণ-কিশোরের দল মহা উৎসাহে ক্ষুধার্ত জনতার মধ্যে বিতরণ করছে ডাল-ভাত-আলু-লবণ আর পেঁয়াজ-মরিচ। তদারকিতে ব্যতিব্যস্ত গ্রামের মাতব্বর আর মসজিদের ইমাম। ভয়ংকর মঙ্গা, দুর্ভিক্ষ চলছে উত্তরবঙ্গে, ক্ষুধার দাবানলে পুড়ে যাচ্ছে কোটি মানুষ। হাড্ডিসার শিশু কন্যা, হাড্ডিসার বালক, অনাহারে জর্জরিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অনাহারে জর্জরিত নিরুপায় যুবক, অনাহারে মৃত মানুষ। আতংকে ত্রস্ত ক্ষুধার্ত যুবতী, গত মঙ্গায় শরীর বিক্রি করার দুঃসহ স্মৃতি তার সামনে কালনাগিনীর ছোবল তুলে এদিক ওদিক দুলছে। ওরা পতিতাও, ওদের কেউ নেই। খবরের কাগজে সেসব পড়ছে আর ছবি দেখছে, দেশের মানুষ কিন্তু চিনতে পারছে না। পলকের জন্য চোখ উঠলো বৌয়ের মাথার ভেতর।

কিন্তু এখন জনতার ক্ষুধিত আর্তনাদ বদলে হয়েছে উৎসবের চীৎকার। বৌ মুগ্ধ চোখে দেখলো মানুষের আনন্দ, তারপর দুষ্টুমি করে বললো, "ও !! হজ্বের টাকায় দান-ধ্যান হচ্ছে তাহলে" ?
"দান ?" চকচক করে উঠলো স্বামীর দু'চোখ - "কিসের দান ? কাকে দান ? আশরাফুল মাখলুকাত ওরা, আপাততঃ একটু কষ্টে পড়েছে। আমিতো শুধু উপহার দিচ্ছি, মানুষের প্রতি মানুষের উপহার"।
মুগ্ধ বৌয়ের মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো, "তুম একটা ফেরেশতা"।
"না। আমি তারচেয়েও বড়। আমি বনি আদম"।
তারপর স্বামী তার সেই পুরনো পরিচিত দুষ্টুমিভরা চোখে বললো, "আসলে কি জানো, ব্যবসায়ীর ছেলে জাত-ব্যবসায়ীতো আমি, উপহারের নামে আমি আসলে ব্যবসা করছি। আল্লাকে ধার দিচ্ছি, প্রচুর লাভ হবে বৌ, গ্যারান্টেড"।
"আল্লাকে ধার দিচ্ছো ? তওবা তওবা !"
"তওবা মানে ? আল্লাতো নিজেই আমাদেরকে ডেকে ডেকে ধার চাচ্ছেন। খুলে দেখো বাকারা আয়াত ২৪৫ -" "এমন কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম কর্জ, আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ বেশী করে দেবেন। পড়ে দেখো সূরা মুয্যাম্মিল আয়াত ২০ আর আত্ তাগাবুন আয়াত ১৭, "আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও .. যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন। এই দশ ট্রাকের ধার দিচ্ছি, রোজ হাশরে বিশ ট্রাকেরও বেশী সওয়ার পাবো। তার সবটাই তোমাকে দিয়ে দেব যাও!!"
হেসে ফেললো বৌ। বললো, "কি আশ্চর্য্য !! এই দুর্ভিক্ষে কেউ এ আয়াতের কথা দেশের সবাইকে বলে না কেন ?"
"বলা দরকার, রেডিও-টিভি, খবরের কাগজ সব জায়গায় বলা দরকার"।

ছোটকে দেখে ছুটে এলো মাতবর আর ইমাম। অনেক কথা হলো তাদের মধ্যে। বৌ মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগলো মানুষের আনন্দ। ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দেবার মতো ইবাদত আছে ? দিগন্তে তখন সূর্য ডুবুডুবু, মন মন্থরে সন্ধ্যা নামছে। চমক ভাঙলো যখন স্বামী এসে বললো, "অন্য ট্রাকগুলো অন্যান্য গ্রামে গেছে, কাল আমরা সেসব জায়গায় যাবো। আমার বৌ নিজের হাতে খাবার বিলাবে আর বাচ্চাদের কোলে বসিয়ে মুখে তুলে খাওয়াবে। ক্যামেরা এনেছি, তোমার বাচ্চাকে খাওয়ানোর ছবি তুলবো"। ছবি তারাই তোলে যারা প্রক্রিয়ায় ছাপে প্রচারের জন্য। ছবি তুললে তোমারও সেই ইচ্ছে হবে"।
"তওবা, ছবি ক্যানসেল। রাতটা কাটাতে হবে ইমাম বা মাতবরের বাসায় - কষ্ট হবে না তো ?"
"না, কষ্ট হবে কেন। ওদের তুমি আগে থেকে চিনতে ?"
"না, আমাদের ড্রাইভারের বন্ধু এ গ্রামের লোক, ও-ই যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে। রাতটা থেকে আমরা অন্য গ্রামে যাবো। তারপর অন্যান্য গ্রামে যাবো যেখানে আমার ট্রাক এসেছে। পারবে না ?"
"পারবো।"
"এদিকে এসো।"

স্বামী আঁকড়ে ধরলো বৌয়ের হাত। টেনে নিয়ে গেল ঝোপঝাড়ের ওইদিকে যেখানে কেউ নেই। পেছনে দূর থেকে ভেসে আসছে আনন্দিত মানুষের হর্ষকল্লোল। মায়াময় গ্রামবাংলার প্রান্তে নেমে আসছে মায়াময় সন্ধ্যা। বৌ চোখ তুলে দেখলো স্বামীর দু'চোখে জ্বলছে হাজার জোনাকি। সেই চোখ বৌয়ের দু'চোখে গেঁথে স্বামী বললো, "জানো, নবীজি বলেছেন যার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে সে মুসলমান নয়। নবীজি নিজে বলেছেন বৌ , যে মুসলমানই নয় তার আবার হজ্ব কি ।"
এবার বৌয়ের চোখেও জ্বললো জোনাকি। স্বামীর হাত ধরে ফিসফিস করে বললো, "মঙ্গা ফি বছর থাকবে না। মানুষ আবার উঠে দাঁড়াবে, ফসল ফলাবে, আবার দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে পরে ভালই থাকবে। তখন আবার আমরা হজ্ব করতে যাবো"।
"নিশ্চয়ই, অবশ্যই - ইনশাআল্লাহ"।

তারপর বৌয়ের হাত ছেড়ে সে থমকে দাঁড়ালো। পুরো নিঃশ্বাস বুকের ভেতরে টেনে একটু আটকে নিলো যেন। তারপর দু'হাত সোজা ওপরে তুলে আকাশের দিকে মুখ তুলে সর্বশক্তিতে চীৎকার করে উঠলো, "লাব্বায়েক .. .. !!"
সুদূর পশ্চিমে লক্ষ বর্গমাইলের দিগন্ত বিস্তৃত মরুকেন্দ্রে তখন কাবা শরীফের চারধারে জলদমন্দ্রে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে লক্ষ কণ্ঠের আকুতি "লাব্বায়েক .. .. ..!!"

(সংক্ষেপিত)
২৪ জুন ৩৮ মুক্তিসন (২০০৮)

ধারাবাহিক উপন্যাস (১১)

শিরোনাম ঃ
বসন্ত ও গ্রীষ্মের অন্তহীন এক প্রেম।

দৃশ্যপট - এক

দৃশ্যপট ঠিক এমনই ছিলো - শ্রাবণীর দু'চোখে বসন্ত ও গ্রীষ্মের বেশ ক'টি প্রাকৃতিক দৃশ্যপট ওকে আলোড়িত করে। দমকা বাতাসের ঝাপটা অনুভব করে শ্রাবণী। ধীর পায়ে নেমে পড়ে 'ডিলারর্স শপিং সেন্টারে'। পার্কিং এরিয়া থেকে বেশ কিছুটা হাঁটতে হলো। আর সেই মুহুর্তেই বাতাস ওকে স্পর্শ করে জানিয়ে দিলো - এখন গ্রীষ্ম, এখন সামার। কার পার্কে ভীষণ ভীড়, দেখেই মনে হয় বেশ বড়ো রকমের সেইল হচ্ছে। তবে শ্রাবণীর অমন করে কেনাকাটায় মন নেই। একটা পারফিউম কিনবে ভেবেছে, গত সপ্তাহতে দেখে গেছে নতুন এসেছে, ওটার নাম 'ব্রোঞ্জ গডেজেস'। চমৎকার নাম - সুন্দর সুগন্ধি। ডিলারর্স শপিং মলের ভেতর জনারণ্যে হারিয়ে যেতে হয়। তবু মনটা শ্রাবণীর কেমন বিষন্নতায় ছেঁয়ে যায় এক সেলস মহিলাকে দেখে। এই হলো বাস্তব। জীবনের পথ এখন রুঢ় বাস্তবের পথে পথ চলে। এই মহিলাকে শ্রাবণী আরও দেখেছে যখনই এখানে এসেছে, আর তখনই যেনো বেশী করে ওর দুঃখটা বেড়ে যায়। একদিন কথায় কথায় জেনেছিলো শ্রাবণী, পাহাড়ে বরফের মাঝে স্কি করতে গিয়ে আজ এই অবস্থা। হাঁটতে চলতে খুবই অসুবিধা হয়। তবু কাজে আসে, কাজ করতে হয়। এটাইতো বাস্তবের নিয়ম, বাস্তবের রুঢ়তা। সেই রুঢ়তার সাথে মহিলার স্মিত হাসি মুখ - এই দু'য়ের সংযোজন কিছুতেই মেলাতে পারে না শ্রাবণী। যেখানে যুক্তি তর্কের উত্তর আনডিফাইন্ড থেকে যায় সেখানে উত্তর জিরো-ও হয় না। আনডিফাইন্ড থেকে যায়। তবু কাজে আসতে হয় মহিলাকে, জীবন বাঁচাতে হবে বলে অর্থের জন্যে।

শ্রাবণী চমকে উঠেছিলো সব কিছু শুনে। কি দরবার ছিলো স্কি করতে যাবার মনে মনে বলে ফেলে। শ্রাবণীর মনটাতে মানবিক মূল্যবোধটা যেনো বেশী কাজ করে। ভাবতে ভাবতে এক সময় 'এস্টিলর্ডের' শোরুমের সামনে এসে দাঁড়ায় শ্রাবণী। কথা বলতে বলতে সেলস মহিলাকে বলে প্যাক করে দিতে ব্রোঞ্জ গডেজেস পারফিউমটা। স্মিত হেসে সুন্দর করে বলে থ্যাংকস। এই যে বাস্তবের এক রুঢ় দিক আর এই যে গ্রীষ্মের প্রকৃতির রূপ - এই দুই রূপের এতো অমিল, এ যেনো কিছুতেই সহ্য করতে পারে না শ্রাবণী। তবে কি এই মহিলাকে বসন্ত ছুঁয়ে যাবে না আর ? নাকি হয়তো বসন্ত ছুঁয়ে আছে বলেই এমন স্মিত হাসি দিয়ে কথা বলতে পারে। সেই সূক্ষ্ম অনুভব যেনো গ্রীষ্মের কাছে খুঁজে পায় শ্রাবণী, সেটা হলো এক পশলা বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ আকাশ ছুঁয়ে দূরে দিগন্তে মিলিয়ে আছে।

দৃশ্যপট - দুই

বসন্তকাল আর গ্রীষ্মকাল যেনো পাশাপাশি গতিতে ছুঁয়ে আছে শোভনকে। এক উদভ্রান্ত নায়ক শোভন। ও নিজেকে সব সময়েই নায়কের চরিত্রে জড়িয়ে ফেলে আর নায়ক হয়েই থাকতে চায়। তবু কেনো এই মুহূর্তে মনটা অজানা বিষন্নতায় ছেঁয়ে আছে। সব কিছু থেকেও যেনো কোথাও কিছু একটা নেই। এই যে অমলিন ভাবনা আর অনুভব, কেনো বার বার এসে ভীড় জমায় - কেনো ? এই সমস্ত কেনোর উত্তর যেনো বলে ওঠে, 'শোভন এখন সামার এখন গ্রীষ্ম। এখন তোমার মনের অতলে বসন্তকে আগলে রাখো। সানসেট সমুদ্র উপকূলে একটা বড় পাথরের টুকরোর ওপর বসেছিলো শোভন। মস্ত বড় রক তবু বসে বসে দেখছিলো গ্রীষ্মের রূপ। ওর কদম কদম চোখের পলক নিবদ্ধ হয়ে যায় সমুদ্রের ঢেউয়ের উত্থান পতনে। একটা ঢেউ এসেও ভিজিয়ে দেয় লোনা জলে। শ্রাবণীর দেয়া রুমালটা বের করে মুখ চোখ মুছে ফেলে। সুন্দর পারফিউমের সুগন্ধী মন ছুঁয়ে দেয় ওকে। শোভনের মনে হয় শ্রাবণী বোধ করি অর্ধেকটা পারফিউম ওর রুমালে স্প্রে করে পোস্ট করেছিলো। মনে মনে হেসে ফেলে বলে ফেলে, 'এতো ভালোবাসা'। আরেকটা ঢেউ এসে ওর উপর আঁছড়ে পড়ে। আপাদমস্তক ভিজিয়ে দেয় শোভনকে। দু'হাতে চোখ-মুখ মুছে ফেলে প্রকৃতির রূপে বিমুগ্ধ হয় ও। আকাশ - সম্মুখে আদিগন্ত নিঃসীম সীমানা। আকাশ সমুদ্রের মিলনচিহ্ন দিগন্ত হয়ে ধরা দেয় শোভনের কাংখিত দৃষ্টিতে। গ্রীষ্ম ওকে বুঝিয়ে দেয় রূপের পরিপূর্ণতা। এই সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অবগাহন করেও কিছুতেই শোভন ভুলতে পারছে না গত রাতের আকস্মিক তন্দ্রায় স্বপ্নটার কথা। এক নারী প্রতিমূর্তি ওর আইফোনের স্ক্রিনে একটা রং নাম্বার হয়ে যেনো ওকে দ্বিখন্ডিত করছিলো। এক প্রেম - খন্ডিত প্রেম নাকি দুই নারী, দ্বিখন্ডিত এ প্রেম ? না, না চীৎকার করে ওঠে - এ কি হলো। হা সুদূর কানাডা থেকে একটা কল পেয়েছিলো, তবে ওটা রং নাম্বার। তবে কেনো ওকে এতো বিব্রত করছে সেই মুহূর্তটি। কেনো ? কেনো যেনো মনে হয়েছে সেই নারীই হয়তো শোভনের প্রেমে পড়ে গেছে।
কি যা তা ভাবছে শোভন। না কি শোভনও ওই নারী প্রতিমূর্তির কণ্ঠস্বরের প্রেমে পড়ে গেছে। এক ঝটকায় সব স্তব্ধ করে দেয় সমুদ্রের বিন্দু বিন্দু লোনা জল। শোভন উঠে দাঁড়ায়, চিন্তধারার বিমূর্ত দিকটাকে সরিয়ে ফেলে শোভন। ধীর পায়ে নেমে পড়ে রক থেকে। সিক্ত দেহ-মন-প্রাণ আর একটা দীর্ঘশ্বাস ওর বুক চিরে বেড়িয়ে আসে - ওহে সত্য তুমি ধরা দাও এ প্রেম যে শুধু শ্রাবণীর জন্যেই। শোভনের হেঁটে যাওয়া সম্মুখে দূরে অনেক দূরে আকাশ সমুদ্রের মিলন যেখানে। গ্রীষ্মের দমকা বাতাসে আলোড়িত হয় শোভন। শোভন হাঁটছে ঠিকই তবু কেনো যেনো সেখানে সেই সময়ের আওতায় সব অতীত স্মৃতি সমস্ত বিস্তৃত বিলীন অনুভব আর শর্ট টার্ম মেমোরীতে বাঁধা হয়ে আছে। এই শংকাকে ও দূর করতে চায়। এই মুহূর্তে এই ক্ষণে এই সময় শুধুমাত্র যে একজনই ওর মন ছুঁয়ে আছে, সেতো শ্রাবণী।

শোভন ভাবে আজকাল সহসাই ছেলেমানুষের মতো করে অহরহ শ্রাবণী কল করে না ওকে। বিব্রত করে না বার বার কল করে। অবশ্যি শোভন মিস করে ওসব ক্ষণ, ম্যাচুরিটি হচ্ছে শ্রাবণীর চিন্তাধারায়। শোভন জানে শ্রাবণী কাজ নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। সামারে এক্সটেন্ডেড স্কুল ইয়ারে স্কুলের কাজে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয় শ্রাবণীকে। তবে কি ব্যস্ততার আরেক নাম ভুলে যাওয়া আর ভুলে থাকা। শোভন একটা ক্ষীণ ব্যথা অনুভব করে শ্রাবণীর জন্য। কেনো শ্রাবণী ওকে এতো ভালোবাসে, কেনো এতো বিশ্বাস ওর। কেনো ? শোভনও কি অনুরূপ শ্রাবণীকে ভালোবাসে ? না কি সৈকতকন্যাকে না কি অন্য নতুন কেনো প্রেমে ? না, না কিসব ভাবছে ও। হঠাৎ করেই এক প্রেমের কবিতা শোভনের হৃদয় ছুঁয়ে যায়, যা নাকি সবটুকুই শ্রাবণীর জন্যে - অনুভব আর অনুভূতি। শোভনের মনের জার্নালে লেখা হয় এক অন্তহীন প্রেমের কবিতা।

তোমার দু'চোখে গ্রীষ্ম এখন
তোমার মনে বসন্ত
তোমার অনুভবে আমি,
আমার অনুভূতি তুমি
এ সবইতো অন্তহীন
এক প্রেমের সজ্জা
ভালোবাসার সবটুকুতে সংলাপেরা
বিজয়ের হাতছানিতে এগিয়ে নেয় আমায়।
মনটা উতলা হয়
বিসর্জনের স্মৃতিতে
অতীত প্রেম যেনো দরজার
এক ভীষণ লক ডাউন
অবস্থার মুখোমুখিতে স্তব্ধ হয়।
তবু জীবন ফিরে আসে জীবনের কাছে
জীবন চায় গ্রীষ্ম, চায় বসন্ত।
ভালোবাসার কাছে এক নৈঃশব্দ
অনুভব বুঝাতে চায় শাশ্বত প্রেমের
সত্য সুন্দর পরিপূর্ণতা
গ্রীষ্ম বসন্তের অন্তহীন আকুলতায়।
মেঘের আঁধার সমুদ্র ছুঁয়ে দেয়
জীবন হয় এক অনন্য অনুপম
ভালোবাসা রূপ নেয় বসন্তে
প্রেম রূপ নেয় গ্রীষ্মের।

শোভন হাঁটছে - হাঁটছে - হাঁটছে কবিতার পংক্তিতে নিজেই মুগ্ধ হয়। দূরে আকাশে অমলিন মেঘের স্তূপ। নীল আকাশের অর্ধেকটা ঢেকে গেছে মেঘে মেঘে, আসন্ন বৃষ্টির সাজসজ্জার সাজে রঙধনু। সেই সুন্দর প্রকৃতির রূপে বিমুগ্ধ হয় শোভন। আচমকা নিজের কথোপকথনে চমকে যায়, স্তব্ধ হয় ওর পথ চলা। নিজের অজান্তেই উচ্চারিত হয় শোভনের কণ্ঠস্বরে, "শ্রাবণী তুমি কোথায় ? এই মুহূর্তে তোমাকে আমার খুব প্রয়োজন"।

(চলবে)

একুশ টিউব
নির্মাণশৈলী ও বিষয়বস্তুর ভিন্নতায় লস এঞ্জেলেসের একুশটিউব ডট কম
(www.ekushtube.com) এখন ছড়িয়ে পড়ছে সারা বিশ্বে। বিশ্বের জনপ্রিয় ব্লগগুলিতে এখন একুশ টিউবের লিংকে কম্পিউটারপ্রেমীরা ক্লিক করছেন। আপনিও আরেকবার একুশ টিউব ডট কম (www.ekushtube.com) -এ আপনার প্রিয় অনুষ্ঠানমালাগুলি দেখুন। একুশের ওয়েবসাইটের জনপ্রিয়তা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে।
www.ekushtube.com

বিশ্বস্ততা ঃ

কতটুকু বিশ্বস্ত আপনি ?

একুশ ডেস্ক

বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আপনার প্রলোভন কি রকম ? আপনি কি প্রেম বিলাসী ? বা অন্য লিঙ্গের প্রতি কোন খেয়াল হালকাভাবে মনে মনে নাড়াচাড়া করে ? কোন কমিটেড রিলেশনশীপে পুরুষ এবং নারীর অন্যের প্রতি প্রেমবিলাস বা প্রলোভনের উপর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে নারীরা যখন প্রলোভিত হয় তখন তাদের ইমোশনাল দুর্গে তারা আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে পুরুষদের হোচট খাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। মন্ট্রিয়েলের ম্যাকনিল ইউ-নিভার্সিটি-তে এর উপর একটি রিসার্চ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পুরুষরা BE_A_E লিখেছে 'BECAME' এবং নারীরা লিখেছে 'BEWARE'। পুরুষরা LO_AL লিখেছে 'LOCAL' আর নারীরা লিখেছে 'LOYAL'। ৭৫ শতাংশ পুরুষ প্রলোভনে পড়েছে অন্যদিকে ৩৮ শতাংশ পুরুষ তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও হোচট খেয়েছে। রিসার্চে সাইকোলজিস্ট বান লেডন বলেন, "Men may have the will, but not the way" অন্যদিকে নারীর মন বলে "If tempted, then defend"।

অন্তঃসত্ত্বা মারা বাদাম জাতীয় খাবার থেকে বিরত থাকুন

সম্প্রতি এক রিসার্চে দেখা গেছে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যারা বাদাম জাতীয় খাবার প্রতিদিন গ্রহণ করেছেন তাদের অনাগত সন্তানের অ্যাজমা হবার সম্ভাবনা বেশী। ডাচ গর্ভমেন্টের এক সমীক্ষায় এই তথ্য বের হয়ে আসে। অন্যদিকে যারা প্রতিদিন কোন না কোন ফলমূল খেতেন তাদের বাচ্চাদের অ্যাজমার "Wheezing" সিম্পটম থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

সাদা মনের মানুষ

আরা আহমেদ

সাদা মনের মানুষ না বলে বড় মনের মানুষ বললেও ভুল বলা হবে না। প্রত্যেকবারই ইউনিলিভার সারা বাংলাদেশ থেকে বাছাই করেন সেরা ১০ জনকে যারা নাকি ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে দেশ ও দশের জন্য নিবেদিত প্রাণের সঞ্চার করেন। এদেরকেই বলা হয় সাদা মনের মানুষ। এবার মিডিয়া পার্টনার ছিলো এটিএন-নবাংলা। ছোট প্রামাণ্য চিত্রের দ্বারা একেকজনের কর্মজীবনকে উপস্থাপন করা হয়।

মানবেন্দ্রনাথ সরকার (চট্রগ্রাম) ঃ
পেশায় ডাক্তার, যিনি দিয়ে থাকেন বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ। যার আয়ের পথ হচ্ছে নিজের কিছু জমিতে শাক-সব্জি চাষ করিয়ে এবং আগরবাতি ও মোমবাতি তৈরীর কারখানা, আর এই আয়ের সবটাই চলে যায় দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্রে। কথিত আছে, হিন্দু-মুসলমান সবাইকেই তিনি সাহায্য করেন।

ফজিলাতুন নেছা বুলু (রংপুর) ঃ
রংপুরের মেয়ে যিনি এলাকায় বুলু নামেই পরিচিত। সকাল থেকে রিকশা নিয়ে বেড়িয়ে সন্ধ্যা অবধি খুঁজে বেড়ান কার মেয়ের যৌতুকের জন্য স্বামীর ঘরে ফেরা হচ্ছে না অথবা কার ছেলের হচ্ছে না কর্মসংস্থান। বীরাঙ্গনা মহিলাদের জন্য করেছেন মহিলা আশ্রম যেখানে সেলাই মেশিনে এরা করেন জীবন নির্বাহ। আর বুলু আপা ওনার হাতে তৈরী করেন সেবা চুপা যা দিয়ে নিজের এবং আশ্রমের ঘরটা দিয়ে থাকেন।

রোকনউদদ্দৌলা আকন্দ ঃ
যাঁর আশা ছিলো ডাক্তার হবেন কিন্তু হলেন শিক্ষক। উনার ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই বাসা-বাড়িতে কাজ করেন। যারা দিনে পড়ালেখা থেকে বঞ্চিত থাকে। এদেরকে নিয়ে উনি তৈরী করেন ওনার নৈশ বিদ্যালয়। সময় সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এখানে পড়ালেখা করে ছাত্র-ছাত্রীরা বৃত্তি পেয়েছে এবং পাচ্ছে শিক্ষার সুযোগ।

মোঃ জহির আলম (সিলেট) ঃ
নিজের পঙ্গু সন্তান জন্ম নেওয়ার ফলে তার কষ্টের কথা ভেবে পাঁচ রুমের ঘর ভাড়া করে তৈরী করেন সেবা নিকেতন। আর বেড়িয়ে পড়েন মানসিক- শারীরিক বিকলাঙ্গ শিশুদের খোঁজে এবং তাদেরকে জীবন যাপনের শিক্ষা দেয় এই সেবক।

সুধীর চন্দ্র বর্ধন ঃ
গাঁয়ের অশিক্ষিতদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য যিনি করেছেন বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা, সেই সাথে করেছেন ক্ষেত-খামারে কাজ, মাটি কাটার কাজ এবং অবশেষে অনেক কষ্টে দাঁড় করিয়েছেন নিজের ঘাম ঝরানো কষ্টে তৈরী বিদ্যালয়টি।

ডাঃ খালেকুজ্জামান (ময়মনসিংহ) ঃ
চোখের ডাক্তার, বয়স ৭৮। কিন্তু এখনও যুবকের মতোই শক্তি, সাহস সঞ্চয় করে ময়মনসিংহ এলাকার গরীব-দুঃখীদের দিয়ে থাকেন চক্ষু সেবা। এছাড়া তৈরী করেছেন এতিমখানা, যেখানে শিশুরা দাদুর স্নেহে বাবা-মায়ের শোক ভুলছে।

মোঃ সামসুদ্দিন মন্ডল ঃ
বিশ বছর বয়সে গিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। উনি একজন শ্রদ্ধেয় মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে উনি চিন্তা করলেন কি করে দেশের সাথে দশের সেবা করা যায়। তাই তিনি বাবলা গাছের বীজ বপন করা শুরু করলেন। রাস্তার দুই ধারে এবং খালি জায়গায়। গাঁয়ের লোকে বলে, ৫-১০ টাকা হাতে এলেই গাছের বীজ কিনে বপন করেন উনি। এ পর্যন্ত প্রায় ৪ লাখ বাবলা গাছ লাগিয়েছেন উনি।

শ্রী মং তিলোকানন্দ ঃ
বুকা ভিক্ষু যাকে উনি মনে করেন মানব সেবার উপরে কোন ধর্ম থাকতে পারে না। এলাকার লোকেরা মুষ্টি চাল দিয়ে ওনার এতিমখানাকে সাহায্য করেছেন। নিজের আয়ের সব অর্থ ব্যয় করেন সেখানে।

জাহানারা বেগম (খুলনা) ঃ
খুলনার মেয়ে, ৫ সন্তান নিয়ে বিধবা হন অকালে। নিজের সাহসে তৈরী করেন শিশু শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র যেখানে নিপীড়িত, নির্যাতিতা অথবা ছিন্নমূল নারীরা আয়ের উৎস হিসেবে তৈরী করেন নকশী কাঁথা, পাটের ব্যাগ ও শিকা।

কানাই চন্দ্র দাস (রাজশাহী) ঃ
রাজশাহীতে পল্লী চিকিৎসক পেশায় নিয়োজিত আছেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসা সেবা দিতে যান। লক্ষ্য করেন যে এলাকার বেশীর ভাগ লোকের কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই। ফলে এদের শিক্ষার ব্যাপারে বোঝাতে শুরু করলেন যা নাকি শিক্ষকের কাজ। ডাক্তারীর পাশাপাশি দিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষার আলো।

তসলিমা নাসরিনের জবানবন্দী

জব্বার হোসেন

দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে তসলিমা নাসরিন নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন। কখনও সুইডেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ভারত - ঠিকানাবিহীন। এক দেশ থেকে পাড়ি দিয়েছেন আরেক দেশে। বিতর্কের জন্ম দেওয়া এই লেখক বিতর্কের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি কখনই। তসলিমা নাসরিন বলেন, প্রবাসের দীর্ঘবাসের অভিজ্ঞতা লেখক জীবনের এক নতুন অধ্যায়। গন্ডিবদ্ধ জীবন এবং মানসিকতায় উদার আকাশের ছোঁওয়া পাওয়া যায় না। পশ্চিমা দেশের নাগরিক হবার বাসনা চরম দুঃস্বপ্নে মধ্যেও ছিলো না। বাংলাদেশে আমার জন্ম, আমার বেড়ে ওঠা, শৈশব, কৈশোর, যৌবন - আমার দেশ আমার অধিকার। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ অধিকার ফিরে পেতে চাইবো। যারা অযৌক্তকভাবে, অন্যায়ভাবে, নির্মমভাবে দেশে ফিরতে বাধা দিচ্ছে, তারা মনে করছে দেশ তাদের, দেশ আমার নয়। ক্ষমতায় বসে থাকা মানুষগুলো বড় নির্মম হয়। আমাকে উদ্বাস্তু করে, আমাকে অনাথ করে, এতিম করে, আমার সর্বনাশ করে দিব্যি তারা বড় বড় নেতা হয়ে বাহবা কুড়ায়। আমার অবাক লাগে দেশের মানুষ কত রকম অন্যায়ের প্রতিবাদ করে কিন্তু চরমতম এই অন্যায়ের কোন প্রতিবাদী ভাষা সোচ্চার হয়ে উঠে নাই। আমার দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের মানুষের সচেতনতা বাড়াতে, সমতা, সততা, সমঅধিকারের জন্য মানুষকে উজ্জীবিত করতে দুঃস্থ, দুঃখী, দরিদ্র, দলিত সাধারণ মানুষের মঙ্গল কামনায় আমার চাওয়া দেশে থাকা।

দেশের এক লেখককে বিনা অপরাধে, নিজের কথা বলাতে নির্বাসনের মতো কঠোর শাস্তি দেওয়া হলো। যুগ কেটে গেলো কারো কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। ভীতু, ভীরু, মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষের সংখ্যা খুব বেশী বলেই দেশের ক্ষমতাবানরা অবলীলায় যা ইচ্ছে তাই করে যেতে পারে। যে দোষে আমাকে দোষী করার চেষ্টা চলছে সেটা কি নতুন ? ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, যে মানুষই সমাজে কোন পরিবর্তন আনতে চেয়েছে, প্রচলিত ধ্যান ধারণার বদল চেয়েছে, নারীর স্বাধীনতা দাবি করেছে, রক্ষণশীলতা, মৌলবাদী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে অমনি দুর্মুখদের অপপ্রচারে তাদের অজ্ঞতাকেই কেবল প্রশ্রয় দেওয়া হয় অন্য কিছু হয় না।

আমার দেশ আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি। দিয়েছে কিছু দূরদৃষ্টিহীন, কুচক্রী ক্ষমতালিপ্সু লোক। তারা আমার নাগরিক অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। বৈষম্যহীন একটি সমাজের স্বপ্নের পথ অজানা নয়, সেই পথেই আমি চলছি যে পথে সবার চলার সাহস নেই। আমার লেখার বিষয়বস্তু মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসা। মানুষে মানুষে যে হিংসা, যে ঘৃণা, যে খুনোখুনি তার সমাপ্তি ঘটিয়ে মানুষ যেন শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। ভালোবাসা ছাড়া বড় জগতে আর কিছু নাই, ভালোবাসা জগতকে সুন্দর করে। কল্পনার আশ্রয়ে মানববাদে আমার বিশ্বাসের সূত্র ধরেই নিজের চেনা চরিত্র আঁকতে আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। নাগরিকত্ব, পাসপোর্ট এসব নিতান্তই তুচ্ছ জিনিস। সত্য হলো মৌলবাদীদের সঙ্গে আপোস করলে, ধর্মকে ক্ষমতায় যাওয়ার হাতিয়ার করলে, মিথ্যার বেসাতি করলে ক্ষমতাবানরা কোন আপোসহীন লড়াকুর সৎ সাহসী ও সত্যবাদী মানুষের চেহারা দেখতে ভয় পায়। আমি একা মানুষ, আমার দলবল নেই। এ কারণে আরও সহজ আমার উপর নির্দ্ধিধায় অত্যাচার করা। আরও সহজ আমাকে তিলে তিলে হত্যা করা।

বাংলাদেশের পত্র পত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হয় না, কেউ চায় না। পত্র পত্রিকায় অস্পৃশ্যতা দৃশ্যমান কিন্তু আমার গতিবিধির খবর ছাপা হয় মুখরোচক বিষয় হিসাবে। তথাকথিত প্রগতিবাদীর তুলনায় মৌলবাদীরা অনেক নির্ভীক হয়। আমি মৌলবাদীদের ততোটা ভয়ংকর বলে মনে করি না যতোটা ভয়ংকর প্রগতিশীলের মুখোশ পড়ে থাকা হিপোক্রেটদের মনে করি। আমার আদর্শকে সমর্থন করা মানে আমাকে পণ্য করা নয়। সমাজ সচেতন সাহিত্যিক হিসাবে যে কথাগুলো বলা খুব প্রয়োজন সে কথাগুলো আমি তীক্ষ্ণ, তীব্র ভাষায় বলেছি, তার জন্য সম্মানিতও হয়েছি। হীনম্মন্যরা হীন দৃষ্টিতেই জগতের সম্মানগুলিকে দেখে।

পৃথিবীর কোন দেশেই নারীরা তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায়নি। তবে প্রাচ্যের তুলনায় পশ্চিমের মেয়েরা অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ পায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দু'জায়গাতেই সুযোগ পেলে পুরুষ তার আধিপত্য, দাপট, সন্ত্রাস সব দেখাতে পছন্দ করে। দীর্ঘকাল ধরে চলা পাশ্চাত্যের নারীবাদী আন্দোলন, পুরুষেরা তাদের যা ইচ্ছে তাই করার ছাড়পত্র দেয় না।

দেশের মিডিয়া যদি আমাকে এড়িয়ে চলতে চায় তাদের অধিকার আছে সেটার। মানুষতো তাদের বিশ্বাস এবং বিচার দিয়েই জীবন চালায়। মানুষের জীবন খুব ছোট। খুব অল্প সময়ের জন্য আমরা পৃথিবীতে এসেছি। ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে আমরা ইচ্ছা করলেই উদার হতে পারি, খুব বড় হতে পারি হৃদয়ে। মানুষের সুখ হোক, মানুষ আনন্দ করুক, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, দুর্ভোগ জন্মের মতো কেটে যাক। অর্থহীন জীবনের সময় কাটানোর বিপরীতে জীবনকে অর্থময় করে তুলতে চাই। আমরা জন্ম নিয়েছি, সত্তর আশি বছর অবধি বেঁচে অবশেষে মারা যাবো। কী অর্থ এই জীবনের ? কী অর্থ কোটি কোটি বছর ধরে এই মহাবিশ্বে আবর্তন করতে থাকা কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে এক পলকের মানবজন্মের ? কিছুই না। এ ক্ষণজন্মা মানুষ প্রজাতির হিংস্রতা যদি যে যার সাধ্যমতো যদি দূর করতে পারি, তবেই না আমাদের জন্মের সার্থকতা। তবেই না বেঁচে থাকার অর্থ।

আগামী প্রজন্ম যেন অনুকরণপ্রিয়তা ছেড়ে ভাবতে শেখে। নতুন প্রজন্ম যেন প্রশ্ন করতে শেখে। প্রশ্নের যে প্রচলিত উত্তরগুলো তা নিয়ে যেন সন্দিহান হয়। নতুন প্রজন্মের জন্য এই আমার সর্বোচ্চ শুভ কামনা।
(ঠিকানার সৌজন্যে - অনুলীখন ঃ ই-নিউজ)